Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.11
Pages	162-167
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা ॥ রফিকুল ইসলাম। প্রকাশক : মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। পৃ. ৬৭৫

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম অন্যতম প্রধান কবি-পুরুষ। তাঁর কাব্যিক সিদ্ধির মাত্রা নিয়ে যতই মতভেদ থাকুনা কেন, বড় কবির মেজাজ ও মর্জির নির্ভুল নিশানা প্রথমাবধিই তাঁর রচনায় উপস্থিত ছিল। তিনি উচ্চ-কণ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক কালের সমস্ত উত্তাপ ও তরঙ্গদোলা তাঁর কাব্যদেহে সঞ্চারিত হয়েছিল বলে, তাঁর কাব্য ছিল আশ্চর্যরূপে জীবনঘনিষ্ঠ। প্রচণ্ডরূপে আবেগ-তাড়িত এই কবি 'শোষণমুক্ত' এক পৃথিবীর স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন বিদ্রোহ করেছিলেন সকল অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও ত্রাসনের বিরুদ্ধে। অন্তরে তিনি ছিলেন নিদারুণ প্রেমিক। তাই আগুন-ঝরা ভাষায় কবিতা লিখেও তিনি শেষপর্যন্ত অশ্রু দিয়েই প্রেমের তর্পণ করেছেন। এমনিতে প্রচণ্ডরূপে ভাবুক হলেও, কবির সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। তাঁর কবিতা তাই শুধু প্রেম-সৌন্দর্যের কথাই বলেনি, বলেছে প্রতিদিনকার জীবনের তীব্র গ্লানির কথা, মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক আচরণের কথা, তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে মানুষে মানুষে সকল প্রকার বিভেদ-সৃষ্টির ঘৃণ্য প্রয়াসের বিরুদ্ধে, তুলে ধরেছে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ঘুচিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন-সেতু রচনার প্রয়াস পেয়েছে। দুইয়ের 'গালাগালি'র সম্পর্ককে 'গলাগলিতে' রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছে ও বাংলাভাষাকে 'ইরানী জেওর' পরিয়ে তার সংস্কৃতায়িত রূপকে কিছুটা নমনীয় ও কমনীয় করে বৃহত্তর মুসলিম জনসাধারণের জন্য সহজ-গ্রাহ্য বস্তু করে তোলার এক অপরূপ উন্মাদনা বোধ করেছে। বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক, বিদ্রোহের যে প্রবণতা তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছে, তাঁর উৎস ছিল সুগভীর জীবন-প্রীতি। জীবনের বৈরিশক্তিগুলোর উপর ছিল তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। অথচ 'সুন্দরের ধ্যায়ানী দুলাল কীট্‌সের ন্যায়' তিনিও ছিলেন সুন্দরের পূজারী।

এমন বিচিত্র মেজাজের কবিকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইলে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আসলে হয়েছেও তাই। অশান্ত, প্রেমিক ও বিদ্রোহী এই কবি একই সঙ্গে আগুন ও ফুল নিয়ে খেলা করেছেন, যাকে বলে 'জাহান্নামের বুকে' বসে 'পুষ্পের হাসি' হেসেছেন। বাস্তব জীবনেও তিনি ছিলেন এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তি,—সহস্রের ভীড়েও তিনি হারিয়ে যেতেন না। তাঁর অপরূপ বেশ ও কণ্ঠের উদাত্তস্বর মুহূর্তে তাঁর অস্তিত্বকে স্পষ্ট করে তুলতো। জীবনে যত না আঘাত দিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেয়েছেন। হাসি গানে মেতে থাকলেও, কতদিন নির্জনে চোখের পানি ঝরিয়েছেন! চির-প্রেমের ভিখারী ছিলেন তিনি। ভাবটা: 'যে মোরে আপন ভাবে, আমি তারই ঘরে যাই।' কিন্তু পথেই তাঁকে শয্যা পাততে হয়েছে, ঘর বাঁধা আর হয়ে ওঠেনি। ভিতর-কার অশান্ত মানুষটি কখনই শান্ত হয়ে ঘরের বাঁধন স্বীকার করে নি। ঘূর্ণির মত ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি দেশের সর্বত্র—নিন্দা-প্রশংসা সম-পরিমাণেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভার উল্লাস ছিল, কাঙ্ক্ষিত সংযম ছিল না। তাই তাঁর শিল্পকর্মে অতিরেক অনিবার্য ছিল। সেটাকে মহাদোষ বলে ধরে নিয়ে তাঁর প্রতিভাকে যাঁরা খাটো করতে চেয়েছেন,

তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন যে বাংলাকাব্যে নজরুল অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে এর নতুন প্রাণশক্তির সন্ধান দিয়েছেন তিনি। কবিতাকে তিনি শুধু আকাশের নীলিমায়, ঘাসের সবুজে আবিষ্কার করেন নি, তাকে আবিষ্কার করেছেন জনারণ্যের বিচিত্র কলকোলাহলের মধ্যে! কোলাহলের মধ্যে কবিতার আসন পাততে হয়েছিল বলেই তাঁর কবিতার কণ্ঠে প্রবলতা অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছিল। অথচ নির্জনতায় প্রেম-সুন্দরের ধ্যানমগ্ন সে-কণ্ঠের শব্দ প্রায়-গুঞ্জরণের সামিল হয়ে পড়ে। এমন প্রতিভাকে অস্বীকার বা অবহেলা করা অসাধ্য! তাই কবি-জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই নজরুল ইসলাম পাঠক-সমাজের আলোচনা ও সমালোচনার বস্তু হয়ে রয়েছেন।

এমনিতে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হলেও কবি নজরুল থেমে গিয়েছিলেন জীবনের প্রায় মাঝ পথেই। মূক হয়ে ত্রিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছিলেন। তিনি কথা বলা বন্ধ করেছিলেন বটে; কিন্তু তাঁকে নিয়ে কথা বলা কখনই বন্ধ হয়নি। কবির নীরবতার পটভূমিতে সমালোচকদের সরবতা দিন দিন স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। তাঁর জীবন ও কাব্য উভয়ই আলোচনা ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠল। সে ধারা কালক্রমে প্রশস্ত ও গভীর হয়ে উঠেছে। অনেক জ্ঞানী ও গুণী মানুষের মনো-যোগ লাভ করেছেন নজরুল। তাঁকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন কাজী আব্দুল ওদুদ, মুজাফ্ফর আহমদ, কবি আবদুল কাদির, আজহার উদ্‌দীন খান, সুশীল গুপ্ত প্রমুখ অনেকে। তাঁকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন অনেকে। অসংখ্য প্রবন্ধে তাঁর কবিকৃতি-সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন একালের বহু সাহিত্যরথী। তবু একথা মানতেই হয়, একাডেমিক (প্রাতিষ্ঠানিক) পর্যায়ে নজরুল-গবেষণা হালেই শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে নজরুল-চর্চায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন প্রবীণ কবি আব্দুল কাদির এবং রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, শাহাবুদ্দীন আহমদ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রভৃতি তরুণতর কয়েকজন সাহিত্য-সেবী। এঁদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে রফিকুল ইসলামকেই প্রধান স্থান দিতে হয়। গত একদশকেরও বেশী কাল ধরে তিনি নিরব-ছিন্নভাবে নজরুল-চর্চায় নিবিষ্ট রয়েছেন। 'কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা' তাঁর সাম্প্রতিকতম গবেষণা গ্রন্থ। ইতিপূর্বে তিনি 'নজরুল নির্দেশিকা' (১৯৬৯) ও 'নজরুল জীবনী' (১৯৭২) নামে দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর সর্বাধুনিক গবেষণার ফলশ্রুতি। 'নজরুল-জীবনী'কে সাঙ্গীকৃত করে এ-গ্রন্থ নজরুল কাব্যসাধনার ব্যাপকতম বিশ্লেষণ-প্রয়াস রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে

প্রায় পৌনে সাতশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে দুই ভাগে তিনি যথাক্রমে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকথা এবং তাঁর সমগ্র মৌলিক কাব্যসাধনার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেরেছেন। প্রথম ভাগে আঠারটি অধ্যায়ে, লেখকের ভাষায়, "সম্ভবপর যাবতীয় নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে, নজরুল সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও স্মৃতিকথায় বর্ণিত ভ্রান্ত তথ্য এবং প্রচলিত বিবিধ ভুল ধারণা অগ্রাহ্য করে পূর্ণাঙ্গ 'নজরুল জীবনী' রচনার চেষ্টা করা হয়েছে।" তাঁরই স্বীকৃতি মতে এ-কাজে তিনি সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছেন "কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ্‌ ও কবি আবদুল কাদিরের কাছ থেকে।" গ্রন্থের দ্বিতীয়-ভাগে "তেরোটি অধ্যায়ে নজরুল ইসলামের মৌলিক কবিতাসমূহের একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রয়াস রয়েছে।" লেখক দাবী করেছেন যে, "এই গ্রন্থে নজরুলের কবিতা আলোচনা কবি বা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কিত কোন পূর্বনির্ধারিত তত্ত্ব বা পূর্বধারণার ছকে ফেলে করা হয় নি। কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়া কবিতার মধ্য থেকে নজরুলকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে।'''আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নজরুল-কাব্যের একটিও পূর্ণাঙ্গ ও সন্তোষজনক আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, ফলে এ গ্রন্থে নজরুলের কবিতা বিচারে স্বতন্ত্রভাবে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে কবিতার রস-বিচার

এবং প্রসঙ্গক্রমে কবিতায় বিধৃত আবেগ বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ-রূপ অর্থাৎ শব্দ, ছন্দ, অলংকার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে।'' লেখকের বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তিনিই সর্বপ্রথম কবি নজরুল ইসলামের জীবন ও কাব্যের সামগ্রিক পরিচয় উন্মোচনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ দাবী কতটা গ্রাহ্য, তা বিচার-সাপেক্ষ। নজরুল-সম্পর্কিত ইতিপূর্বে রচিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে সংক্ষেপে হলেও ডক্টর সুশীল গুপ্তের 'নজরুল-চরিতমানস' গ্রন্থে নজরুলের জীবন, এবং শুধু কাব্যের নয়, সমগ্র সৃষ্টিকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। জনাব আজহারউদ্দীন খানের 'বাংলাসাহিত্যে নজরুল'ও এ-দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এতৎসত্ত্বেও রফিকুল ইসলামের 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা' বিশিষ্টতার দাবী রাখে, তা স্বীকার করতেই হয়। এটি দ্বিবিধ কারণে নজরুল-সম্পর্কিত প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের মর্যাদা দাবী করতে পারে। এক. এই গ্রন্থে নজরুল-জীবনী অনেক বিস্তৃতভাবে সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশিত হয়েছে। দুই. এই গ্রন্থে নজরুলের মৌলিক কবিতার সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। তবে নজরুলের পূর্ণাঙ্গ-জীবনী এ গ্রন্থে স্থান পেলেও, নজরুল সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এতে নেই, একথা সবিনয়ে উল্লেখ করতেই হয়।

সে যাই হোক, আগেই বলেছি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে রফিকুল ইসলামের এই গ্রন্থটি এক উল্লেখযোগ্য অবদান বলে স্বীকৃত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। পৌনে সাতশো পৃষ্ঠার এই বইয়ের আড়াইশো পৃষ্ঠারও বেশী জুড়ে পরিবেশিত হয়েছে আঠারো পর্বে বিভক্ত নজরুল-জীবন-কথা। বাকী চারশো পৃষ্ঠারও বেশী ব্যয়িত হয়েছে নজরুলের কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে। বইয়ের শেষে পাদটীকা, নজরুল গ্রন্থপঞ্জী এবং লেখক ও গ্রন্থনামের নির্ঘণ্টও বেশ কয়েক পাতা জুড়ে রয়েছে। মোটকথা গ্রন্থমধ্যে গবেষকের অনলস পরিশ্রমের ছাপ সর্বত্র পরিস্ফুট। বিশাল এই গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমরা চমকিত হই এই দেখে যে, রফিকুল ইসলাম 'বাউণ্ডুলে নজরুলের' ছন্নছাড়া জীবনের বহু ছিন্নসূত্র আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে যোজনা করে একটি পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যনির্ভর জীবন-চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছেন। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। নজরুলের জীবন তো আর সরল রেখায় প্রলম্বিত ঘটনা-বিরল জীবন নয়। এ যে ঘূর্ণির মত আবর্ত সৃষ্টিকারী বিচিত্র সংঘটনপূর্ণ এক জটিল জীবন। এর জট-মোচনের কাজটি তাই সাংঘাতিক রূপেই আয়াস-সাধ্য। রফিকুল ইসলাম সেই আয়াস-সাধ্য কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন। তবে যে ভাবে তিনি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের ন্যায় নজরুল ইসলামের জীবনের আঠারোটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন তা নিয়ে মতান্তর ঘটতে পারে। সেখানে তিনি কোন্ বিশেষ নীতি অনুসরণ করেছেন, সেটা স্পষ্ট নয়। 'সৈনিক কবি', 'বিদ্রোহী', 'বিপ্লবী', 'রাজবন্দী', 'সংসারী', 'সাম্যবাদী', 'সুরসাধক' ইত্যাদি শিরোনামার পাশাপাশি 'দৌলতপুর ও নার্গিস', 'বুলবুল', 'মসীযুদ্ধ', 'প্রেম ও বিরহ', 'মোহম্মদী বনাম সওগাত' ইত্যাদি শিরোনামা খুব যেন একটা সঙ্গতিপূর্ণ বা শৃঙ্খলাদ্যোতক মনে হয় না। যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অধ্যায়ের নামগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে, তা সর্বদা কালানুক্রমিকতা রক্ষা করে চলেছে কি? বোধ হয়, না। তবু স্বীকার করছি, রফিকুল ইসলাম নজরুল-জীবনকথা রচনায় পূর্বগামীদের অতিক্রম করে গিয়েছেন।

এবার নজরুলের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যাক। ভূমিকায় রফিকুল ইসলাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে তিনি নজরুলের মৌলিক কবিতাগুলোরই রস-বিশ্লেষণ করেছেন। অনুবাদ-কবিতা ও গানকে এই পরিধির মধ্যে আনেন নি। নজরুলের কবি-প্রতিভার অনেক শ্রেষ্ঠ দান তাঁর গানের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে। সেই গানের আলোচনা বাদ পড়ায়, স্বভাবতই নজরুল-কাব্যের আলোচনায় অসম্পূর্ণতা দেখা দিয়েছে। এটা

অবশ্য অনিবার্য ছিল। কারণ গানকে আলোচনার সীমানার মধ্যে টেনে আন্‌লে, তা কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে? তাই রফিকুল ইসলাম গানের আলোচনা বাদ দিয়ে বাস্তববুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন হয়তো বা! নজরুল-কাব্যের আলোচনায় তিনি সঙ্গতভাবেই সমকালীন বাংলা-কবিতার প্রেক্ষাপট মনে রেখেই অগ্রসর হয়েছেন। আলোচনার সুবিধার জন্যে নজরুলের কবিতাবলীকে দু'ভাগে বিন্যস্ত করে দেখেছেন: উদ্দীপনামূলক কবিতা ও গীতিকবিতা। নজরুলের বিদ্রোহ, বিপ্লব, সাম্যবাদ, স্বাধীনতা, ধর্ম, যৌবন ইত্যাদিবিষয়ক জাগরণমূলক কবিতাবলী 'উদ্দীপনামূলক' এবং প্রেম, প্রকৃতি, বিরহ, সৌন্দর্যচেতনা-সম্পর্কিত কবিতাবলী 'গীতিকবিতা'রূপে চিহ্নিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থে। কবিতার রচনা বা প্রকাশ কাল ধরে এই দুই ধারার কবিতার রসবিচারের মাধ্যমে রফিকুল ইসলাম নজরুলের কবিমানসের ক্রমবিবর্তন ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। নজরুলের কবিতার মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁকে যে দুইভাগে তিনি বিভক্ত করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। ইতিপূর্বে কেউ সেভাবে কবিতাগুলোকে বিন্যস্ত করার কথা ভেবেছেন বলে মনে হয় না। নজরুলের চড়াসুরের কবিতাগুলোই উদ্দীপনামূলক কবিতা-রূপে চিহ্নিত হয়েছে; আর অশ্রু-ঝরানো প্রেম-বিরহ ও সুন্দরের আরতিপূর্ণ কবিতাগুলোকে সঙ্গতভাবেই গীতিকবিতা বলা হয়েছে। এখানে রফিকুল ইসলামের কাব্যবোধ ও রসবোধের পরিচয় পরিস্ফুট।

আগেই বলেছি, মোট তেরোটি অধ্যায়ে নজরুল ইসলামের কবিতার রস-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন রফিকুল ইসলাম। প্রথম অধ্যায়ে নজরুল-সমকালীন বাংলা কবিতার প্রধান প্রধান কবি-পুরুষের কবিকর্মের বৈশিষ্ট্যের আলোকে, নজরুল ইসলামের কবি-প্রতিভার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত অংশে নজরুল ইসলামের উদ্দীপনামূলক কবিতাগুলোর পর্যায়ক্রমিক আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার পরিধিতে এসেছে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'ফণিমনসা' 'চিত্তনামা', 'জিঞ্জীর' 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা', 'সাম্যবাদী', 'মরুভাস্কর', 'নতুন চাঁদ', 'শেষ সওগাত', 'ঝড়' ইত্যাদি কাব্য। এর পর অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অংশে গীতিকবিতা পর্যায়ে 'ছায়ানট', 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধুহিন্দোল', 'চক্রবাক', 'শেষ সওগাত' ও 'নতুন চাঁদ' কাব্যের প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলো আলোচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লেখক নজরুলের কবিতার আলোচনার উপসংহার টেনেছেন। উপসংহারে তিনি অতিসংক্ষেপে নজরুলের প্রতিটি কাব্যের মর্মগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন: "যৌবন ধর্মের দুইটি বিশিষ্ট গুণ, বিদ্রোহ আর প্রেম। নজরুলে দুইটিরই উপস্থিতি প্রবল। প্রথমটির পরিচর্যা উদ্দীপনামূলক কবিতায় আর দ্বিতীয়টির গীতিকবিতায়। নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাবমুক্তি তা ভাব ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে যতটা কার্যকর, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ততটা নয়। এই প্রভাবমুক্তি উদ্দীপনামূলক কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নজরুল প্রচলিত কাব্য-ঐতিহ্যের অনুসারী। প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্যের যে রোমান্টিক বিষণ্ণতা বাংলা কবিতার আধুনিক যুগে বিহারীলাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথে চরম উৎকর্ষ লাভ করে, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও মোহিতলাল মজুমদারে যার সঙ্গে যুক্ত হয় দেহজ আবেগ, নজরুলের গীতিকবিতা সেই ধারাকে আরো অগ্রসর করেছে। প্রেমের শারীরী রূপ বা রক্তিম বাসনার পূর্ণ স্বীকৃতি দান করে নজরুল বাংলা প্রেমের কবিতাকে বিহারীলালের মরমীতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মতত্ত্ব, মোহিতলালের নৈতিক অনুশাসন থেকে মুক্তি দান করে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করেছেন। ফলে বাংলা গীতিকবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে।" লেখকের অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে আমরা মোটামুটি একমত হলেও, শেষোক্ত পংক্তিদ্বয়ের বক্তব্য যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বলেই, তা গ্রহণ করতে আমার বাধে। তথাপি লেখকের এই সাহসিক উক্তি প্রাণিধানযোগ্য বলেই আমি মনে করি। উপরের ঐ

বক্তব্যের জের টেনেই লেখক বাংলা কাব্যে নজরুলের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন : "বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা কবিতা কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দ্বারাই চিহ্নিত ছিল। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবির কাব্যধারাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিমণ্ডল থেকে আলাদা করে চেনা যেত না। প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য সাধনার প্রয়াস ছিল আধুনিক বাংলা কবিতাকে ঐ গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দান করা। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সাধনায় আমরা সে-প্রয়াসের সার্থকতা লক্ষ্য করি।" সব শেষের এই মন্তব্য আমার মতে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবী রাখে। নজরুল ইসলাম কি মোহিতলাল মজুমদার বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চেয়েও আধুনিক কবিদের কাছাকাছি হতে পেরেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর দান সহজ নয়।

তবু রফিকুল ইসলাম সাহেবকে নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মাত্রা যোগ করতে পেরেছেন বলে আমরা অভিনন্দন জানাই। নজরুল-কাব্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি এখন বাংলাদেশের অগ্রণী সাহিত্য-সেবী। বর্তমান নামেই নজরুলের উপর সন্দর্ভ রচনা করে তিনি পিএইচ. ডি. উপাধিও লাভ করেছেন কিছুকাল আগে। মোটামুটি সুমুদ্রিত এই গ্রন্থে মুদ্রণ-প্রমাদ অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তাতে প্রকাশনা হিসেবে গ্রন্থটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে গ্রন্থের প্রচ্ছদপট গবেষণাগ্রন্থের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে বলেই আমি মনে করি। গ্রন্থের আর যে ত্রুটির প্রতি আমি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হলো লেখক তাঁর রচনার ভাষার পরিমার্জনে কখনই প্রায় মনোযোগী নন। তা হলে তিনি দেখতে পেতেন কিভাবে বহুক্ষেত্রে বাক্যবন্ধে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে এবং উপযুক্ত শব্দচয়নে অমনোযোগের পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। মনে হয়, লেখক বড় দ্রুত কলম চালাতে গিয়েই এ-সব প্রমাদের শিকার হয়ে বসেছেন। মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থের লেখক হিসেবে তাঁর অবশ্যই রচনা-ব্যাপারে আর একটু প্রযত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। বাহুল্য ভয়ে আমি এখানে কোন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি না। সুপণ্ডিত লেখক একটু মনোযোগ দিলেই এ-সব ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হত।

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে নজরুল সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন ছাড়াও নজরুল-কাব্যের সমালোচনামূলক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এদের রচয়িতারা হচ্ছেন শ্রীশিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, কবি আতাউর রহমান, মোবাশ্বের আলী, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, শাহাবুদ্দীন আহমদ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক রফিকুল ইসলামও ইতিপূর্বে নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রকাশিত এ-সব রচনার সঙ্গে রফিকুল ইসলামের গ্রন্থের মূল পরিকল্পনাগত পার্থক্য এতই বেশী যে ঐ সব গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর আলোচনার তুলনা না টানাই ভাল। যে-কথা অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে রফিকুল ইসলামের গ্রন্থ সম্পর্কে বলা চলে, তা হল : তিনিই এদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নজরুল-জীবনী ও কাব্যালোচনায় উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর সেই উদ্যোগ অনেকটাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। নজরুল-কাব্যের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনায় আতাউর রহমান, মোবাশ্বের আলী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, শাহাবুদ্দীন আহমদ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দের কৃতিত্ব কিন্তু যথেষ্ট। রফিকুল ইসলামের আলোচ্য গ্রন্থটি নজরুল-জীবনী-সম্পর্কিত তথ্যের এক বিশাল আকর তো বটেই, তা ছাড়া এ-গ্রন্থে নজরুল কাব্যের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটনেও তাঁর সার্থকতা যথেষ্ট ঘটেছে। গবেষক রফিকুল ইসলাম আর একটু সংহত হলে এ-বইয়ের মূল্যমান হয়তো আরো অনেকটা বেড়ে যেতো।

সে যাই হোক, কর্মীর ভ্রান্তিকে বড় করে দেখার জন্যে নয়, তাঁর বিপুল সার্থকতার সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যেই এত কথা বলা হল।

এবার গ্রন্থের প্রকাশনা সম্পর্কে দু'একটি কথা। প্রকাশনা-শিল্পের আজ যেরূপ দুর্দিন চল্‌ছে, তাতে যে-কোন পুস্তকের প্রকাশনাই এখন আমাদের কাছে একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সেই দুর্দিনে মল্লিক ব্রাদার্স পৌনে সাতশো পৃষ্ঠার এই বিশাল-কলেবর গ্রন্থ প্রকাশে যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁদের আমি অভিনন্দিত না করে পারছিনা। লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা না রেখে এই যে একটি সাহিত্যগবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ তাঁরা নিলেন, তা তাঁদের সাহিত্য-গ্রাহিতার পরিচয় বহন করে। কাগজপত্রের দারুণ দুর্মূল্যতার দিনে বর্ধিত মুদ্রণব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে এত বড় গ্রন্থ মুদ্রণ করে তার দাম রেখেছেন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এটাও প্রকাশকের নিদারুণ সাহস ও প্রশংসার কথা। আমরা আশা করি, কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত সর্বাধুনিক এই গবেষণাগ্রন্থটি দেশের সুধী ও শিক্ষিত সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়